বর্তমান
কলকাতা, শুক্রবার ১৩ এপ্রিল ২০১৮, ২৯ চৈত্র ১৪২৪

পয়লা বৈশাখ তারাপীঠে দু'বার ভোগ নিবেদন

মন্দিরের ২০০ বছর উপলক্ষে বিশেষ পুজো

সংবাদদাতা, রামপুরহাট: আগামী রবিবার পয়লা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। প্রতিবছরই ওই দিনটিতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয় তারাপীঠে। এবার ওইদিনই সকালে অমাবস্যা তিথি শুরু হওয়ায় ভিড় কয়েকগুণ বাড়বে বলে আশা করছে মন্দির কমিটি। ওইদিন মাকে দু'বার ভোগ নিবেদন করা হবে। পাশাপাশি ওইদিনই মায়ের বর্তমান মন্দিরের ২০০বছর পূর্ণ হবে বলে মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে। বছরের প্রথম দিনে মা তারার পুজো দিয়ে বছর শুরু করতে প্রতিবছর পয়লা বৈশাখে ভক্তদের ঢল নামে তারাপীঠে। মূলত ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা হালখাতার জন্য নতুন খাতা মায়ের চরণে স্পর্শ করিয়ে পুজো দিতে ভিড় জমান। এবার পয়লা বৈশাখ রবিবার হওয়ায় ছুটির দিন। অন্যদিকে, ওইদিন সকাল থেকে অমাবস্যা তিথি শুরু হচ্ছে, ফলে রাজ্য ও ভিন রাজ্যের পুণ্যার্থীরা ভিড় জমাবেন।

তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, ওইদিন ভোরে মায়ের স্নানের পর রাজবেশে সাজিয়ে পুজো ও মঙ্গলারতি করা হবে। সকাল সাড়ে ৫টায় ভক্তদের জন্য গর্ভগৃহ খুলে দেওয়া হবে। ওইদিন সকাল ৭টা ৫৯মিনিটের পর অমাবস্যা তিথি শুরু হচ্ছে। থাকছে সোমবার সকাল ৭টা ২৩ মিনিট পর্যন্ত। তারাপীঠে প্রতি অমাবস্যা তিথিতে হাজার হাজার ভক্ত ও দূর-দূরান্তের সাধুসন্তদের সমাগম ঘটে। এবার পয়লা বৈশাখের দিন অমাবস্যা তিথি শুরু হওয়ায় ভিড় কয়েকগুণ বাড়বে। ওইদিন মাকে দু'বার ভোগ নিবেদন করা হবে। আতপ চালের অন্ন, পোলাও, পঞ্চব্যঞ্জন, মাছ, বলির মাংস, মিষ্টি, ফল ও কারণ দিয়ে মায়ের মধ্যাহ্ন ভোগ নিবেদন করা হবে। সন্ধ্যারতি ও মায়ের পুজোর পর রাতে খিচুড়ি ভোগ নিবেদন করা হবে।

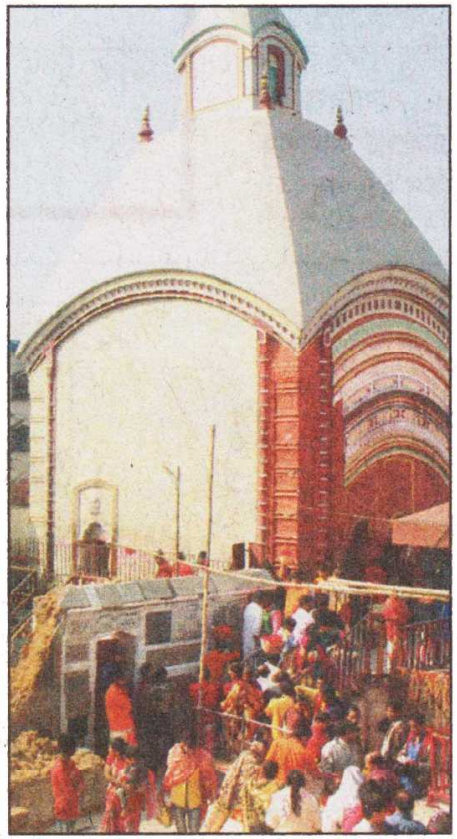

এদিকে, ওইদিনই মায়ের বর্তমান মন্দিরের ২০০ বছর পূর্ণ হবে। মন্দিরের প্রবীণ সেবাইত প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজা রামজীবন চৌধুরী তারামায়ের মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি দেহ রাখায় ১৭০১খ্রিস্টাব্দে তাঁর ছেলে রামচন্দ্র মন্দির সম্পূর্ণ করে মহাশ্মশান থেকে মায়ের ব্রহ্মময়ী শিলামূর্তি নবনির্মিত মন্দিরে স্থাপন করেন। বহু বছর পর ১২২৫ বঙ্গাব্দে ভগ্নপ্রায় সেই মন্দিরের জায়গায় মল্লারপুরের জমিদার জগন্নাথ রায় বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেন। পয়লা বৈশাখে সেই মন্দিরের ২০০বছর পূর্ণ হবে। মন্দির কমিটির সম্পাদক ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় বলেন, পয়লা বৈশাখ প্রচুর ভক্তের সমাগম ঘটবে। মন্দিরের নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মী ছাড়াও রাজ্য পুলিসের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। রামপুরহাটের এসডিপিও মিতুন দে বলেন, পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। তারাপীঠ লজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুনীল গিরি বলেন, ইতিমধ্যে মোবাইল ও অনলাইনে অনেকেই হোটেল বুক করেছেন।